সংবাদ

তারিখ 27. DEC .2017
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

বরখাস্ত প্রধান শিক্ষকের গ্যাঁড়াকলে আটকে বৈধ শিক্ষকের এমপিও

প্রতিনিধি, ঝিনাইগাতী (শেরপুর)

শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার হাজী অছি আমরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর সেলিম ঢাকা বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত বরখাস্ত হয়েছেন। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থেকেও সম্পূর্ণ জাল জালিয়াতির মাধ্যমে নিজেকে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বানিয়েছেন। এরপরও তিনি কোনদিন বিদ্যালয়টিতে উপস্থিত না হয়েও বিশেষ সুযোগে নিজেকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে এমপিওভুক্ত করেছেন। অথচ পরবর্তীতে বিদ্যালয়টির বৈধ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরখাস্তকৃত ওই ভুয়া প্রধান শিক্ষকের এমপিও স্থগিত করেছেন। তবে ভুয়া প্রধান শিক্ষকের নাম এমপিও থেকে চূড়ান্তভাবে কর্তন না করায় আজও আটকে রয়েছে বিদ্যালয়টির বৈধ প্রধান শিক্ষক উম্মে কুলসুমের প্রধান শিক্ষক পদের এমপিওভুক্তি। জানা গেছে, শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলার হাজী অছি আমরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর সেলিম বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ২০১৩ সনের ২৭ জানুয়ারি থেকে দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। একারণে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ২০১৪ সনের ৩ আগস্ট সাময়িক বরখাস্ত করেন। এরপর কয়েক দফা নোটিশ দেয়া সত্ত্বেও তিনি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। ফলে বেসরকারি চাকরিবিধি অনুযায়ী বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটি সর্বসম্মত সীদ্ধান্তক্রমে ২০১৫ সনের ১৯ জানুয়ারি সহকারী শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর সেলিমকে চাকরি থেকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করেন। পরবর্তীতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই চূড়ান্ত বরখাস্তের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করলে ২০১৫ সনের ১৭ নভেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটি সেটি অনুমোদন করে পত্র প্রেরণ করেন। অপরদিকে বরখাস্তকৃত ওই শিক্ষক সহকারী শিক্ষক থাকাকালীন বিদ্যালয়টিতে একাধারে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থেকেও সম্পূর্ণ জাল জালিয়াতির মাধ্যমে নিজেকে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বানিয়ে জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর জাল করে এবং তার অনুমোদন ছাড়াই অজ্ঞাত সুযোগে তিনি ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রধান শিক্ষক হিসাবে এমপিওভুক্ত হন। এরই একপর্যায়ে তিনি নিজেকে প্রধান শিক্ষক দাবি করে বিদ্যালয় পরিচালনার চেষ্টাও করেন। এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বিদ্যালয়টির তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটি। তখন উভয়পক্ষের আরজি শুনানি শেষে আদালত মো. জাহাঙ্গীর সেলিমের নিয়োগের কোন বৈধতা না পেয়ে তার আবেদন নাকচ করে দেন। একই সময় শেরপুর জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং ঝিনাইগাতী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পৃথক পৃথকভাবে তদন্ত করেছেন। তাদের প্রত্যেকের তদন্তে মো. জাহাঙ্গীর সেলিমের নিয়োগ জালিয়াতির বিষয়টি প্রমানীত হওয়ায় তা তাদের স্বচ্ছ প্রতিবেদনে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিল করেছেন। অপরদিকে আদালত বিদ্যালয়টির তৎকালীন সহকারী প্রধান শিক্ষক উম্মে কুলসুমকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়টির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উম্মে কুলসুম ওই বরখাস্তকৃত সহকারী শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর সেলিমের ভুয়া নিয়োগ বাতিল ও ভুয়া এমপিওভুক্তি বাতিলের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল দফতরে আবেদন করেন। ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের ২২ মার্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এক পত্র মূলে জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ভুয়া প্রধান শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর সেলিমের এমপিও স্থায়ীভাবে কর্তনের নির্দেশসহ বেতন ভাতা প্রদান বন্ধ করে তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা করতে জেলা শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশে প্রদান করেন। অথচ অজ্ঞাত কারণে ওই ভুয়া প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আজও জালিয়াতির মামলা হয়নি এবং তার এমপিও স্থায়ীভাবে কর্তনের পরিবর্তে স্থগিত করা হয়েছে। ফলে ওই পদে আর কোন প্রধান শিক্ষককে এমপিও ভুক্ত করা যাচ্ছেনা। এতে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উম্মে কুলসুমের প্রধান শিক্ষক পদের এমপিওভুক্তি আজও আটকে রয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বরখাস্তকৃত সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর সেলিম জালিয়াতের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক পদ এমপিও হওয়ায় তাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বরখাস্ত করে।

ঝিনাইগাতী